প্রথম আলো

তারিখ ... 17 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ১-৩ ......

শিক্ষার সংকট ও উত্তরণের

শি ক্ষা দি ব স

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

আজ শিক্ষা দিবস। শিক্ষা নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করার একটা উপলক্ষ এই দিবসটি করে দিতে পারে, কিন্তু সে রকম কোনো উদ্যোগ কেউ নেবে, তা মনে হয় না। তবে শিক্ষা নিয়ে শুধু এক দিন নয়, সারা বছরই আমাদের ভাবতে হবে। কারণ, শিক্ষায় আমাদের অর্জন আর সব অর্জনকে ছাপিয়ে না গেলে বিশ্বের সমীহ আমরা আদায় করতে পারব না, আমাদের শিক্ষাদর্শনও অসমাপ্ত থেকে যাবে।

শিক্ষায় যে সংকট বিদ্যমান, তা মেনে নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। এই সংকট সবার কাছে শিক্ষা না পৌঁছানোর এবং যাদের কাছে তা পৌঁছাচ্ছে যথাযথ মানসম্পন্ন না হওয়ার। এই সংকটের আরও দিক আছে, যেমন: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া; পরীক্ষাগুলোয় বড় সংখ্যায় শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্য হওয়া; শিক্ষা উপকরণ, গবেষণাগার, মানসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষ অথবা গ্রন্থাগারের অপর্যাপ্ততা এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব। শিক্ষার্থীরা যে নোট বই এবং কোচিং-নির্ভর হয়ে পড়ছে অথবা গণিত ও ভাষার ক্ষেত্রে তাদের যে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে, তাও সংকটকে ঘনীভূত করছে।

আমরা একটি জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি করেছি, কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আমরা পাঠদান-পদ্ধতি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি ও সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী কোনো পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে পারছি না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা জ্ঞানমুখী না হয়ে ক্রমেই সনদমুখী হয়ে পড়ছে। আমাদের বিজ্ঞানচিন্তা, দর্শনচিন্তা সমাজ ও পরিবেশ নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা একটা নির্দিষ্ট মাত্রাতেই আটকে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া দরকার।' আমাদের দেশে কি সেই লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি? লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথ এখানে সাধনার কথা বলেছেন। সাধনা হচ্ছে সর্বোচ্চ সক্ষমতার চর্চা ও প্রয়োগ। বর্তমান যুগকে আমরা তথ্যের যুগ বলে অভিহিত করি। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন তথ্য অত্যন্ত সহজলভ্য। ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত একেকটি মুঠোফোন একেকটি গ্রন্থাগারও বটে। কিন্তু তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে জ্ঞানে রূপান্তরের এবং জ্ঞানকে প্রক্রিয়াজাত করে প্রজ্ঞার স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, আমাদের শিক্ষা কি তা উৎসাহিত করে? তার আয়োজন করে?

আমাদের শিক্ষার সংকটের মূলে আছে শিক্ষা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। স্কুলে পড়ার সময় আমাদের বলা হতো, 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে।' এ বিষয় দৃষ্টির একটি বড় গলদ হলো জ্ঞানকে কর্মসম্পাদনের দক্ষতার পর্যায়ে নামিয়ে আনা। আমাদের সমাজ শিক্ষাকে একটি সুযোগ বলে ভাবে, অধিকার হিসেবে ভাবে না। এখনো না। যদি ভাবত, তাহলে সামাজিক চুক্তিতে তার প্রতিফলন থাকত। বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশের পর এতগুলো শতাব্দী চলে গেল, এখনো শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ (পশ্চিমবঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করলে) বাঙালি শিক্ষাবঞ্চিত। আমরা যদিও মানি যে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পরাধীনতা আমাদের শিক্ষার পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাহলেও ১৯৭১ সাল থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ যে শিক্ষার আলো পেল না, তার পেছনে কী যুক্তি আছে?

আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য যখন সীমিত ছিল, তখন শিক্ষার পেছনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সরকারগুলো দিতে পারেনি। কিন্তু সক্ষমতা যখন বাড়ল, তখনো যে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রত্যাশা অনুযায়ী বাড়ল, তা তো নয়। শিক্ষা নিয়ে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রতিফলন হলো শিক্ষকদের প্রতি এর দায়বদ্ধতা। কাগজে-কলমে শিক্ষকদের অনেক সম্মান দেওয়া হয়। বলা হয়, তাঁরা 'মানুষ গড়ার কারিগর'। কিন্তু তাঁদের জীবনধারণকে সহজ করার, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে সমাজ ক্রমাগত কার্পণ্য দেখিয়েছে। সমাজের পক্ষে রাষ্ট্রও সেই কার্পণ্যের ধারা বজায় রেখেছে। ফলে জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত এই কারিগরেরা, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে এই দায়িত্ব যাঁরা পালন করেন, সেই শিক্ষকেরা তাঁদের দু-একটি অধিকার আদায়ে রাজপথে নামলে পুলিশের জলকামানের সামনে পড়েন। কিছুদিন আগে যে নতুন বেতনকাঠামো ঘোষণা করা হলো, তা প্রধানত হলো লেখাপড়া শিখে যাঁরা গাড়িঘোড়ায় চড়েন তাঁদের জন্য। যাঁদের হাতে লেখাপড়ার ভিত্তিটা তৈরি হয়, তাঁদের এই বেতনকাঠামোতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কাগজে দেখেছি, দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে নিয়েছেন স্থানীয় ক্ষমতাবানেরা। সরকারি যে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষকদের পেনশন ইত্যাদি দিয়ে থাকে, তাতে দিনের পর দিন ধরনা দিয়েও অনেক শিক্ষক পেনশন আদায় করতে পারছেন না। তাহলে কোন যুক্তিতে বলা যায়, এই সমাজ শিক্ষকদের এবং শিক্ষাকে মর্যাদা দেয়? এখন পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতেও 'পাবলিক' পরীক্ষা হচ্ছে। গণসাক্ষরতা অভিযান জরিপ করে, সমীক্ষা করে দেখিয়েছে, এতে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ ও নোটনির্ভরতা এবং কোচিং-বাণিজ্য বাড়ছে। এখন সরকারি চাকরিতে ঢোকার পরীক্ষাটি (বিসিএস) এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে (যেহেতু গাড়িঘোড়ায় চড়ার অধিকার আদায়ের অঞ্চলে ঢোকার এটি হচ্ছে স্বর্ণতোরণ) যে একজনকে সেদিন বলতে শুনলাম কীভাবে এই পরীক্ষায় সফল হওয়া যায়, তা বিভাগনির্বিশেষে স্নাতক শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে একটি বিষয় হিসেবে নির্ধারিত হতে পারে।

শিক্ষার সংকট তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ। আমাদের সংবিধানে উল্লেখ আছে, শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। শিক্ষাকে কখনো পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়, এ রকম একটি চিন্তা আমাদের শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি। কিন্তু যেদিন

> আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে বেতন দিই, তা কোনো মেধারী শিক্ষার্থীকে শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকর্ষিত করবে না। প্রাথমিক শিক্ষকদের যে 'মর্যাদা' আমরা দিই, তাতে শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার মানুষ পাওয়াও মুশকিল হবে

ইংরেজি ম
কোচিং-বা
হাজির হ
বিশ্বায়নের
এই পণ্যসং
পর ধর্মগ্র
'টেলিইভা
কোটি ডল
ডিলিলো
বানায়। সে
শিক্ষা যখন
বিষয়টি চা
এসব
যেগুলো শি
হয়েছে,
এবং আমা
পারলে সে
আনা নানা
বিপর্যয় সৃষ্টি
সত্তরের দ
পদ্ধতি। আ
ভালো। কি
রয়েছে, ত
ফলই বয়ে
থাকলে তা
একটা হ-য
দ্বিতীয়
পদ্ধতি গ্রহ
জন্য যেসব
না থাকার
আমার অ
জন্য সেমি
পেতে হলে
করতে হবে
শিক্ষাকে
সফল প্রতি
একটি হচ্ছে
বিনিয়োগ
আমরা ব
প্রয়োজনের
দেখে আম
শিক্ষায় স
যেমন কিউ
নেতৃত্বে প
অর্থনীতি
বিনিয়োগ
গোটা প্রজ
বাস্তকলা
কিউবা তা
কয়েক বছ
আমরা দি
শিক্ষা
উপকরণ
হলে; শি
থেকে গে
এবং শ্রে
বিদ্যালয়ে
শিক্ষকতা
'মর্যাদা'
নেওয়ার
শিক্ষা
যদি সংক
অনেক দূ
সংকল্পের
বাড়তে থা
আমর
সরকারি
কোনো সু
একটি পু

● সৈয়
বিভাগ,

চাঁদা
ব্যবসায়
পুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর চাঁদাবাজ ও ঝুট
(ডিএমপি) কাছে দিয়েছে স
ডিএমপির মাসিক অপরাধ
ডিএমপির আটটি অপরা
এলাকার তালিকা দেওয়া
বুঝিয়ে দেবেন।
গতকাল বেলা ১১টা থে
আছাদুজ্জামান মিয়া, আটটি
কর্মকর্তারা ও রাজধানীর ৪
ছিলেন। সভায় ডিএমপির
জমি দেখতে কর্মকর্তাদের ব
সভা সূত্র জানায়, এক
ব্যবসায়ীদের ওই প্রতিবেদ
একজন উপকমিশনার জানা
গোয়েন্দা তথ্য দেওয়া হয়।
পোশাক কারখানার তালিকা
বেতন নিয়ে শ্রমিক অসন্তো
বলা হয়েছিল। এরই ধারাবা
চাঁদাবাজ ও ঝুট ব্যবসায়ী
দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগ
যায়, স্থানীয় ছিচকে সন্ত্রা
ব্যবসায় জড়ায়। এদের কা
সময় পোশাক কারখ
অসন্তোষ দেখা দেয়।
ব্যবসায়ীদের নজরদারিতে র
তালিকা দেওয়া হয়েছে।
ঈদকেন্দ্রিক চাঁদাবাজেরাও
তাদের তৎপরতা নিয়ন্ত্র
পুলিশও তৎপর থাকবে।
হেল্প ডেস্ক: অপহরণ ও
হুমকি-হয়রানি, প্রতারণা,
জন্য হেল্প ডেস্ক চালু করে
গিয়ে বা ০১৭১৩৩৯৮৪০০
পারবেন নগরবাসী।
ডিএমপির জনসংযোগ
ইসলাম বলেন, দুজন যুগ্ম
প্রয়োজনে হেল্প ডেস্ক থেকে
পাঠানো হবে।
সিডিএমএসে যুক্ত হচ্ছে
অপরাধী ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের
যুক্ত ছিল না। এখন থেকে
যাবতীয় তথ্য সিডিএমএসে
উপকমিশনার মনুতাসিরু
অন্তর্ভুক্ত করা হলে সেই অপ
সম্ভব হবে। তিনি বলেন, বি
হওয়া কয়েকজন মানব পাচা
কিন্তু সিডিএমএসের মাধ্যমে
বিরুদ্ধে আগের মামলা রয়ে

স্মারক নং-বেরোবি/রেজিঃ/ভ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়,
প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির আ
সংখ্যাসহ ইউনিট, অনুষদ ও